সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৩তম বর্ষ ❑ ৮ম সংখ্যা ❑ অগ্রহায়ণ-১৪২৬ ❑ পৃষ্ঠা ৮

উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় কৃষি ২

কম ক্ষতিকর এসএনপিভি ৩

পাবনা সদরে বিনামূল্যে কৃষি ৪

দেশব্যাপী ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫

পরিবর্তিত আবহাওয়া উপযোগী ৬

রাজধানীতে 'কৃষকের বাজার' উদ্বোধন করেন –মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

কৃষকের বাজার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

নিরাপদ শাকসবজি নিয়ে রাজধানীতে চালু হলো 'কৃষকের বাজার'। ৬ ডিসেম্বর ২০১৯ রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউর সেচ ভবন প্রাঙ্গণে কৃষকের বাজার উদ্বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। এখন থেকে প্রতি শুক্র ও শনিবার দুদিন সকাল ৭টা থেকে বসবে এ বাজার। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সরাসরি ব্যবস্থাপনায় নিজের ক্ষেতের ফসল বিক্রি করতে পারবেন কৃষকরা। নিরাপদ উপায়ে কৃষকের উৎপাদিত পণ্য ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এ বাজার স্থাপন করা হয়। 'কৃষকের বাজার' উদ্বোধনকালে কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষকের বাজারে যে কৃষকরা অংগ্রহণ করেছেন তাদের আমরা গত এক বছর ধরে প্রস্তুত করেছি। সম্পূর্ণরূপে কীটনাশকমুক্ত সবজি এখানে নিয়ে আসছেন তারা। আজকের এ বাজারকে একটা ছোট্ট মডেল হিসেবে উপস্থাপন করছি।

এটি একটি পাইলট প্রজেক্ট। যদি সফল হয় আস্তে আস্তে আগামী বছরে অনেক চাষিরা এরকম নিরাপদ খাদ্য তৈরি করবে এবং তারা বাজারজাতও করতে পারবে। আজকের এ বাজারের সফলতার উপর ভিত্তি করে ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় এরকম বাজারের আয়োজন করা হবে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

নওগাঁর সাপাহারে প্রণোদনা বিতরণে –মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী ও নওগাঁ-১ আসনের সাংসদ বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার

কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

নওগাঁর সাপাহার উপজেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় চলতি ২০১৯-২০ রবি মৌসুমে উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ২৩ নভেম্বর ২০১৯ উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে রবি ও খরিফ-১ প্রণোদনার বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী ও নওগাঁ-১ আসনের সাংসদ বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শাহজাহান হোসেন এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাপাহার উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব কল্যাণ চৌধুরী।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

নিরাপদ সবজি ও ফল বিক্রয়ের জন্য বিশেষ বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে : কৃষি সচিব

মতবিনিময় সভায় বক্তব্যরত জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষিবিদ আবু কাউসার মো. সারোয়ার কৃতসা, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের আগ্রাবাদস্থ খামারবাড়ি চত্বরে ডিএই চট্টগ্রামের জেলা প্রশিক্ষণ হলরুমে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন দপ্তর প্রধানদের সাথে মতবিনিময় সভা ৯ নভেম্বর ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, সনাতনী অলাভজনক স্থানীয় ও উফশী জাতের ফসলকে নব উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল লাভজনক উফশী ও হাইব্রিড জাত দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হবে। পার্বত্য এলাকার জুম চাষে উফশী জাতের প্রচলন করতে হবে। কৃষক যেন নিজের বীজ নিজেই সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে পারে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় কৃষি

কৃষি আমাদের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান কাণ্ডারি। মোট দেশজ উৎপাদন তথা জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১৩.৬ শতাংশ। জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান কমলেও দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান অনেক বেশি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের পাশাপাশি কৃষিকে প্রাধান্য দিয়ে কৃষি উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই কৃষির উন্নতির জন্য বহুমুখী বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা, কৃষি বিষয়ক গবেষণা কাজে উৎসাহ প্রদান এবং কৃষকদের পাশে থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের ফলে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষিবিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণে কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহ উৎপাদন বৃদ্ধির ধারাকে টেকসই রূপ দিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার কৃষি খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে কৃষির উন্নয়ন ও কৃষকের কল্যাণকে সর্বোচ্চ বিবেচনায় নিয়ে রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১ এর আলোকে জাতীয় কৃষিনীতি, ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, ডেল্টাপ্লান২১০০ এবং অন্যান্য পরিকল্পনা দলিলের আলোকে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে কৃষি আজ বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। ঘরবাড়ি তৈরি, নগরায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধিসহ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, বৈরী আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে খাদ্যশস্য উৎপাদন নানাভাবে ব্যাহত হলেও খাদ্যশস্য উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান দশম। কৃষিতে বাংলাদেশের সাফল্য ঈর্ষণীয়। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে কৃষি উন্নয়নের রোল মডেল। অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। কৃষিক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভাবনীয় সাফল্যের কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো-

**ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দানাদার খাদ্যশস্যের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪১৫.৭৪ লাখ মেট্রিক টন, উৎপাদন হয়েছে ৪৩২.১১ লাখ মেট্রিক টন, যার ফলে দেশ আজ দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ২০০৬ সালে দানাদার খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ২৬১.৩৩ লাখ মেট্রিক টন;

**এক ও দুই ফসলি জমি অঞ্চল বিশেষে প্রায় চার ফসলি জমিতে পরিণত করা হয়েছে এবং দেশে বর্তমানে ফসলের নিবিড়তা ২১৬%। ২০০৬ সালে দেশে ফসলের নিবিড়তা ছিল ১৮০%;

**ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ। লবণাক্ততা, খরা, জলমগ্নতা সহনশীল ও জিংকসমৃদ্ধ ধানসহ এ পর্যন্ত ধানের ১২৭টি উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এতে ধান উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে;

**নিবিড় সবজি চাষের মাধ্যমে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১ কোটি ৫৯ লাখ ৫৪ হাজার মেট্রিক টন সবজি উৎপাদন করে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১ কোটি ৭২ লাখ ৪৭ হাজার মেট্রিক টন সবজি উৎপাদন হয়েছে। ২০০৬ সালে শাকসবজির উৎপাদন ছিল ২০ লাখ ৩৩ হাজার মেট্রিক টন;

(চলবে)

রাজধানীতে ‘কৃষকের বাজার’ উদ্বোধন করেন

প্রথম পাতার পর

এবং সারা বছর যেন এ বাজার চালু থাকে, তার সুব্যবস্থা করা হবে। তিনি বলেন, আমরা নির্বাচনী ইশতেহারে বলেছি যে মানুষকে আমরা নিরাপদ ও পুষ্টিজাতীয় খাবার সরবরাহ নিশ্চিত করবো। সে লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টিজাতীয় খাদ্য উৎপাদন দেখানোর জন্য ‘কৃষকের বাজার’ খুলেছি। আমাদের চাষিরা আমাদের তত্ত্বাবধানে নিরাপদ শাকসবজি উৎপাদন করেছে। তারা সবাই বলছে ভার্মি কম্পোস্ট ব্যবহার করছি, কোন কেমিক্যাল ব্যবহার করেননি। পোকামাকড় দমনের জন্য কোন ওষুধ ব্যবহার করেননি। এ ম্যাসেজটা আজকের ‘কৃষক বাজারে’র মাধ্যমে সারা বাংলাদেশের মানুষের কাছে দিতে চাচ্ছি। এরকম বাজার প্রতিটা উপজেলায় ও ইউনিয়নে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দেয়া হবে।

সবজির দামের বিষয় উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, আমাদেরকেও চিন্তা করতে হবে যে, যারা কোন ক্ষতিকর ক্যামিক্যাল ব্যবহার না করে, নিরাপদ শাক-সবজি উৎপাদন করছে তার দাম তো একটু বেশিই হবে। তবে আজকের এ বাজার মূল্য দেশের অন্য বাজার মূল্যের চাইতে খুব একটা বেশি নয়। সবজির দাম মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো কাজ করে যাচ্ছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নাসিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে ‘কৃষকের বাজার’ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী ছাড়াও আরও উপস্থিত ছিলেন বিএডিসির চেয়ারম্যান মো. সায়েদুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবদুল মুঈদ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইউসুফ, এফএও বাংলাদেশ প্রতিনিধি রবার্ট ড. সিম্পসন প্রমুখ।

বরিশালে আঞ্চলিক কর্মশালায় – কৃষি সচিব

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

বরিশাল অঞ্চলে বোরো ধানের আবাদ ও ফলন বৃদ্ধিতে করণীয় শীর্ষক দিনব্যাপী এক আঞ্চলিক কর্মশালা ২৩ নভেম্বর ২০১৯ নগরীর সাগরদিস্থ ব্রি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান।
তিনি বলেন, দক্ষিণাঞ্চলে আমনের পাশাপাশি বোরো ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। সে সাথে দরকার ভুট্টা, ডাল ও তেলজাতীয় ফসলের ফলন বাড়ানো। এ জন্য বৃহত্তর বরিশালে আমনের আগাম জাত চাষ করা প্রয়োজন। তাহলে নভেম্বরের মধ্যে জমি ফাঁকা হবে। আর রবি ফসলের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা হবে অর্জিত।

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

নওগাঁর সাপাহারে প্রণোদনা বিতরণে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী

প্রথম পাতার পর

প্রধান অতিথি মহোদয় তার বক্তব্যে বলেন, নওগাঁ জেলার মধ্যে সাপাহার উপজেলা অন্যতম। এই উপজেলা আমন ধান, গম, সবজি ও ফল চাষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হয়। এখানে রোপা আমন ধান, গম ও সবজি সংগ্রহের পর জমি পতিত থাকে তাই সে সময়ের মধ্যে ভুট্টা, সরিষা, মুগ ও পেঁয়াজ ফসলের আবাদ সম্পন্ন করা সম্ভব। তাই কৃষি পুনর্বাসন কর্মসুচির আওতায় বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার ভুট্টা, ডাল, তেল ও পেঁয়াজ ফসলের আবাদ বৃদ্ধির জন্য প্রণোদনা সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছে। এই সহায়তা কাজে লাগিয়ে প্রণোদনা গ্রহণকারী কৃষকদের ভুট্টা, ডাল ও তেল ফসল বৃদ্ধির আহ্বান জানান এবং পরিশেষে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে কৃষকদের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নে এগিয়ে আসার উদ্যত আহ্বান জানান।

এই কর্মসুচির আওতায় সাপাহার উপজেলায় ভুট্টায় ১৫০ বিঘা আবাদের জন্য ১৫০ জন, সরিষা ১,১৭০ বিঘা আবাদের জন্য ১,১৭০ জন, মুগ ১২০ বিঘা আবাদের জন্য ১২০ জন এবং পেঁয়াজ ২০ বিঘা আবাদের জন্য ২০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে প্রণোদনা প্রদান কার্যক্রম চলছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি অফিসের কর্মচারী, সাংবাদিকসহ প্রায় ১৩০০ জন প্রণোদনা সহায়তা গ্রহণকারী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক উপস্থিত ছিলেন।

কম ক্ষতিকর এসএনপিভি জাতীয় বিষ ব্যবহার করতে হবে-মহাপরিচালক, ডিএই

মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, পাবনা

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মো: আবদুল মুঈদ, মহাপরিচালক, ডিএই

নিরাপদ ফল সবজি উৎপাদন করার ক্ষেত্রে পুরাতন দিনের ক্ষতিকর বালাইনাশক ব্যতিরেকে নতুন প্রজন্মের কম ক্ষতিকর এসএনপিভি জাতীয় বিষ ব্যবহার করতে হবে। ব্যবহার ফেরোমন ট্র্যাপ, স্টিকি ট্র্যাপ, ব্র্যাকন ইনহিবিটর, ট্রাইকোডার্মা ইত্যাদি ২২ নভেম্বর ২০১৯ মেহেরপুর সদরের কৃষি পণ্য সংগ্রহ ও বিপণন কেন্দ্রের (OFSSI: On Farm Small Scale Infrastructure) নিরাপদ সবজি কর্নার এর শুভ উদ্বোধন ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল মুঈদ এসব কথা বলেন ।

তিনি আরও বলেন, ফুড সিকিউরিটির সাথে সাথে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন এখন জরুরি। এক সময় বোকার ফসল পোকায় খায় এমন কথা বলে আমরা কৃষকের হাতে বিনামূল্যে ডিডিটি, এলড্রিন জাতীয় ক্ষতিকর কীটনাশক তুলে দিয়েছি। কারণ তখন বাড়তি জনসংখ্যার জন্য অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন ছিল একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এখন ১৭ কোটি জনমানুষের দেশেও আমরা খাদ্যে উদ্বৃত্ত; এখন আমাদের দরকার কোয়ালিটি খাদ্য উৎপাদনের। অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্যে অধিক বালাইনাশক ব্যবহার করতে গিয়ে আমাদের শরীরে বিষ জালিকার মতো প্রবেশ করছে, হচ্ছে হার্ট কিডনীসহ অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গে নানান রোগ। এখন আমাদের বাঁচতে হবে এবং বাঁচাতে হবে পরবর্তী প্রজন্মকে।

নিরাপদ সবজি উৎপাদন ও বিক্রয় কেন্দ্রে সরাসরি উৎপাদনকারী কৃষকের মাধ্যমে ভোক্তাদের নিকট সরবরাহ করার বিষয়টিও প্রশংসনীয় উল্লেখ করে বলেন, নিরাপদ সবজি ও ফল উৎপাদন খামারের কৃষকদের এ বিষয়ে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে। তিনি বলেন, প্রতিটি ব্লকের দু'টি গ্রামে নিরাপদ ফল ও সবজি উৎপাদন করতে হবে। প্রয়োজনে সেসব গ্রামকে কেন্দ্র করে নিরাপদ ফল ও সবজি মার্কেট গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারেও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন উপরে জোর দেয়া হয়েছে। এসডিজিতেও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের উপরে তাগিদ রয়েছে।

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মচারীবৃন্দ, প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, নিরাপদ সবজি কর্নার, মেহেরপুর খামারবাড়ি চত্বর, ওয়াবদা রোডে, এখানে প্রতি শুক্রবার ও শনিবার সকাল ৮ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিরাপদ ফল ও সবজি বিক্রয় করা হবে।

ঘাত সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনে ধান বিজ্ঞানীরা নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছে

ড. মুহঃ রেজাউল ইসলাম, কৃতসা, রংপুর

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, সনৎ কুমার সাহা

দেশের উত্তরাঞ্চল শস্য ভান্ডার হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ অঞ্চলে পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রভাবে বোরো মৌসুমে ধানের ফলন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা ধান বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণবিদদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সীমিত জমিতে ধানের ফলন বাড়ানো, লাগসই শস্য বিন্যাস ব্যবহার এবং শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধিতে সমন্বিত কার্যকর ভূমিকা নেয়া প্রয়োজন। এ অঞ্চলের অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে ঠান্ডা এবং ব্লাস্ট রোগকে বিবেচনায় এনে এসব ঘাত সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনে ধান বিজ্ঞানীরা নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর'র উদ্যোগে ০৭ নভেম্বর ২০১৯ পর্যটন মোটেল মিলনায়তন, আর কে রোড, রংপুরে রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে বোরো ধানের ফলন বৃদ্ধি শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রধান অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, সনৎ কুমার সাহা এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, পরিবর্তিত জলবায়ুর কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অসময়ে অতিবৃষ্টি, শৈত্য প্রবাহ, ঝড়, শিলা বৃষ্টির কারণে বোরো ধানের চাষ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। যার ফলে রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে বোরো ধান আবাদে আগাছা, পোকা-মাকড় ও রোগ বালাইয়ের প্রার্দুভাবের আধিক্যতা দেখা যাচ্ছে। এছাড়াও এলাকা উপযোগী ও শস্য বিন্যাস ভিত্তিক উপযুক্ত বোরো ধানের জাতসমূহ নির্বাচন করতে হবে।

ব্রি'র মহাপরিচালক, ড. মোঃ শাহজাহান কবীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ডিএই, ব্রি উর্ধ্বতন কর্মচারী প্রমুখ।

কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ কৃষি তথ্য সার্ভিস থেকে লালমোহনের উপজেলা কৃষি অফিসার পেলেন ধন্যবাদপত্র

ডিএই, ভোলার উপপরিচালক বিনয় কৃষ্ণ দেবনাথ কাজের স্বীকৃতিসরূপ লালমোহনের উপজেলা কৃষি অফিসার এ.এফ.এম. শাহাবুদ্দিনকে ধন্যবাদপত্র প্রদান করছেন

মাসিক কৃষিকথা পত্রিকার অধিক সংখ্যক গ্রাহক করার জন্য এ সম্মাননা প্রদান করা হয়। চলতি বছরে তার মোট গ্রাহক সংখ্যা ১ হাজার ৫ শত ৭২। এ প্রসঙ্গে জনাব বিনয় কৃষ্ণ দেবনাথ, উপপরিচালক, ভোলা, ডিএই বলেন, জনাব শাহাবুদ্দিন কর্মস্থলে যোগদানের পর থেকেই উপজেলার কৃষির সার্বিক কর্মকান্ডের গতির বেড়েছে। তাকে এ ধরনের সম্মানিত করার জন্য কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

পাবনা সদরে বিনামূল্যে কৃষি প্রণোদনার বীজ, সার বিতরণ

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব গোলাম ফারুক প্রিন্স, জাতীয় সংসদ সদস্য (পাবনা-৫)

মো: জুলফিকার আলী, কৃতসা, পাবনা

পাবনার সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বরে রবি/ ২০১৯-২০ মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কার্যক্রমের আওতায় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে সরিষা, ভূট্টা, চিনাবাদাম ও পেয়াঁজ ফসলের সহায়তার লক্ষে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ উপলক্ষ্যে কৃষক সমাবেশ ২০ নভেম্বর ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: জয়নাল আবেদিনের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবনা-৫ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব গোলাম ফারুক প্রিন্স।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্তমানে কৃষি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য রচিত হয়েছে। সরকারের সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা গ্রহণ, সময়োচিত পদক্ষেপ, যথাসময়ে কৃষকদের প্রণোদনা সহায়তা প্রদান এবং কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষকদের উন্নয়নের পথ সুগম করা হয়েছে। উপস্থিত কৃষকদের তিনি এ সব প্রণোদনা সঠিক ব্যবহার করে ফসল উৎপাদন বাড়াতে চাষিদের উদ্যত আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ মোশাররফ হোসেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মো. শাওয়াল বিশ্বাস ও উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শামসুন নাহার রেখা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থার কর্মচারীবৃন্দ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন মিডিয়া সাংবাদিকবৃন্দ,কিষান-কৃষানি প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির উপস্থিতিতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে কৃষিতে প্রণোদনা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ৬০০ জন ভুট্টায় চাষির জনপ্রতি ১১৯০ টাকা, ১৮০০ জন সরিষা চাষীর জনপ্রতি ৬৭৮ টাকা, ১০০ জন চীনাবাদাম চাষির জনপ্রতি ১৪৭৫ টাকা ও ১০০ জন পেঁয়াজ চাষির জনপ্রতি ১৫৯০ টাকা বিনামূল্যে বীজ এবং ডিএপি সার ও এমওপি রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়।

ভাসমান পদ্ধতিতে পুষ্টি চাহিদাপূরণসহ বিপুলসংখ্যক বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান

মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

ভাসমান পদ্ধতিতে লাউ ও কলমিশাক উৎপাদন

সুস্থ যদি থাকতে চান নিয়মিত শাকসবজি খান। কারণ পুষ্টি বিজ্ঞানিদের মতে একজন মানুষ সুস্থ থাকার জন্য দৈনিক ২২০-২৫০ গ্রাম শাকসবজি খাওয়া প্রয়োজন। তাই পতিত জলাশয়ে কচুরীপানা ও দুলালী লতা পচিয়ে পানির উপরে বেড করে বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি চাষ করে এ চাহিদা মিটানো যায়। এ পদ্ধতিতে শাকসবজি চাষাবাদ পরিবেশ বান্ধব এবং লাভজনক। আমাদের গ্রাম-বাংলার কৃষকদের আত্মসামাজিক উন্নয়নের বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি), কুমিল্লা এর বাস্তবায়নে এবং ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি ও মসলা গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, রহমতপুর বরিশাল এর অর্থায়নে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া নাসিরনগর কুলিকুণ্ডা পূর্বপাড়া ব্লকে লাউ, করলা, মিষ্টি কুমড়া, শসা, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গে, ঢেড়স, বেগুন, মরিচ, হলুদ, ফুইশাক, লালশাক, কলমীশাক চাষ করে কৃষকরা সফল হয়েছেন। কৃষকরা বলেন- আমাদের এলাকায় বছরের বেশি সময় ধরে চারীদিকে পানি থই থই করে। এসময় কেনো ফসল হয় না বিধায় অনেকেই বেকার থাকতাম। ভাসমান বেড়ে চাষাবাদ করলে সার কীটনাশক কম লাগে। উৎপাদন খরচ কম। আবার সমতল ভুমি থেকে বেশি শাকসবজি যায়। তাই সবজি বিক্রি করে বেশি লাভ করতে পারি। এ পদ্ধতিতে চাষ করে এখন আমরা ভালো আছি।

সরেজমিন গবেষণা বিভাগ (বারি), কুমিল্লা এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. হায়দার হোসেন বলেন, নানা কারণে আমাদের দেশে ফসলি জমি হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিক প্রতিদিনই মানুষের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থায় পুরো দেশে পতিত জলাশয়গুলোকে ভাসমান পদ্ধতিতে শাকসবজির আওতায় এনে পুষ্টি চাহিদাপূরণসহ বিপুলসংখ্যক বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান করা সম্ভব। কুলিকুণ্ডা ব্লকে কৃষকদের সবসময় পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন মোঃ হুসাইন কবির, বৈজ্ঞানিক সহকারী, বারি, কুমিল্লা।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস-২০১৯

আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ এই স্লোগানকে সামনে রেখে সারা দেশের ন্যায় সিলেট জেলা প্রশাসন সকল সরকারী অফিস নিয়ে ০৯ ডিসেম্বর ২০১৯ আর্ন্তজাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস, ২০১৯ পালন করে। উক্ত দিবসকে কেন্দ্র করে সিলেট জেলার কর্ণধার জেলা প্রশাসক জনাব এম কাজী এমদাদুল ইসলাম পায়রা ও বেলুন উড্ডয়নের মাধ্যমে দিবসটির শুভ সূচনা করেন। এরপর সিলেট জেলার সকল অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ স্বেচ্ছায় দুর্নীতি করবো না বলে রেজিষ্টার খাতায় সই করে অঙ্গীকারবদ্ধ হন। সব শেষে মানববন্ধনের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হয়। উক্ত কর্মসূচিতে সিলেট জেলার সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেন।

মোছা. উম্মে হাবিবা, কৃতসা, সিলেট

দেশব্যাপী ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯ উদযাপন

ঢাকা

“সত্য-মিথ্যা যাচাই আগে, ইন্টারনেটে শেয়ার পরে” প্রতিপাদ্য বিষয়ের ওপর ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের অয়োজনে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০১৯ দক্ষিণ প্লাজা হতে খামারবাড়ি মোড় পর্যন্ত একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিতে কৃষি মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও অর্জনসমূহ ব্যানার, প্ল্যাকার্ড, পোস্টারের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়।

কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ কৃতসা, ঢাকা

কুমিল্লা

‘সত্য-মিথ্যা যাচাই আগে ইন্টারনেট শেয়ার পরে’এ পতিপাদ্যকে গুরুত্ব দিয়ে আজ ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর সহওয়াগীতায়, জেলাপ্রশাসন, কুমিল্লা এর আয়োজনে, ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯ বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি জেলা শিল্পকলা একাডেমী থেকে বের হয়ে শহরের বিশেষ বিশেষ স্থান প্রদক্ষিন করে, জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালীতে কুমিল্লার সর্বস্তরের জনগণ অংশগ্রহন করেন।

মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

রংপুর

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে আলোচনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুরের জেলা প্রশাসক মো. আসিব আহসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মো. মমতাজ তাজ উদ্দিন আহমেদ আরোও উপস্থিত ছিলেন সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারিবৃন্দ।

ড. মুহঃ রেজাউল ইসলাম, কৃতসা, রংপুর

পাবনা

“সত্য-মিথ্যা যাচাই আগে, ইন্টারনেটে শেয়ার পরে” প্রতিপাদ্য বিষয়ের ওপর সারা দেশের ন্যায় ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ পাবনার জেলা প্রশাসক ও তথ্য প্রযুক্তি অধিদপ্তরের অয়োজনে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০১৯ উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা হয়েছে। জেলা প্রশাসক কবীর মাহমুদের সভাপতিত্ব অলোচনা সভায় বিভিন্ন কর্মচারবৃন্দ।

মো. জুলফিকার আলী,কৃতসা, পাবনা

রাঙ্গামাটি

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০১৯ অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক এস এম শফি কামালের রচনা ও প্রেজেন্টেশন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের এবং সরকারের এইচ ই প্রজেক্টে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার সনদ পত্র বিতরণ করছেন।

কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

খুলনায়

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০১৯ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি খুলনা বিভাগীয় কমিশনার ড. মুঃ আনোয়ার হোসেন হাওলাদার। ডিজিটাল বাংলাদেশ রচনা প্রতিযোগীতা, পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা ও মহিলা আইসিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও ফ্রি ল্যান্সারদের মাঝে পুরস্কার এবং সার্টিফিকেট বিতরণ করেন।

মোঃ গোলাম আরিফ, কৃতসা, খুলনা

বরিশাল

বরিশালস্থ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯’ উদযাপন উপলক্ষ্যে সেমিনার ও পুরস্কার বিবরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) প্রশান্ত কুমার দাস এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বরিশাল জেলা প্রশাসক এস এম অজিয়র রহমান।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

পরিবর্তিত আবহাওয়া উপযোগী বিভিন্ন ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী, মহাপরিচালক, বিনা, ময়মনসিংহ

কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

পরিবর্তিত আবহাওয়া চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) বিভিন্ন ফসলের উপযোগী জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে চলেছে। বিনা উদ্ভাবিত খরা, বন্যা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু বিভিন্ন জাতের ধান ও অন্যন্য ফসল দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোতে কৃষকরা সাফল্যের সাথে চাষ করে বেশ লাভবান হচ্ছেন। পরিবর্তিত আবহাওয়া উপযোগী ফসল ও ফলের জাত উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নে বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) উপকেন্দ্রে, খাগড়াছড়ির আয়োজনে খাগড়াছড়ি সদরে অবস্থিত বিনা উপকেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কক্ষে ৪ নভেম্বর ২০১৯ দিনব্যাপী পাহাড়া অঞ্চল উপযোগী বিনা উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তিসমূহের সম্প্রসারণ ও ভবিষ্যৎ করণীয় শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রধান অতিথি বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) ময়মনসিংহের মহাপরিচালক ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, বিনা উদ্ভাবিত পার্বত্য এলাকার উপযোগী বিভিন্ন ফসলের নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি সমূহ কার্যকরভাবে কৃষকদের মাঝে বিস্তার করার উপায় শনাক্তকরণ এবং সে অনুযায়ী সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা চালানোর জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। মৌসুম উপযোগী সঠিক জাত উপযুক্ত স্থানে সঠিক কৃষকের কাছে সময়মতো পৌঁছে দেয়া গেলে পাহাড়াঅঞ্চলের কৃষিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মতামত ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে কৃষান-কৃষানি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

কৃষিতে পারমাণবিক কৌশল বিষয়ক শিক্ষা সফর ২০১৯

কৃষিতে পারমাণবিক কৌশল বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের লেভেল ২ সেমিস্টার ২ ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়ে কৃষি রসায়ন বিষয়ের "Agroindustrial and Nuclear Chemistr" কোর্স সম্পর্কিত শিক্ষা সফর ও সেমিনার বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এর সেমিনার কক্ষে ২৬ নভেম্বর ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিনার মহাপরিচালক ড. রীকেশ কুমার গোস্বামী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা)। প্রধান অতিথি শিক্ষা ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে যুগোপযোগী শিক্ষার উপর বিশদ আলোচনা করেন।

সৌরভ চন্দ্র বড়ুয়া, বাকৃবি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ

এটিআই, ঝিনাইদহ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ধান কর্তন উৎসব

শৈলকূপা উপজেলার গাবলা গ্রামে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঝিনাইদহ ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঝিনাইদহের যৌথ উদ্যোগে ২৭ নভেম্বর ২০১৯ আয়োজিত ধান কর্তন উৎসবটি আনন্দঘন প্রাণের মেলায় পরিণত হয়। অনুষ্ঠানে জনাব কৃপাংশু শেখর বিশ্বাস, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঝিনাইদহ সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ আব্দুল হাই। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ আলী, অতিরিক্ত পরিচালক, যশোর অঞ্চল, যশোর; জনাব মোঃ রিফাতুল হোসাইন, অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঝিনাইদহ; জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শৈলকূপা এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শৈলকূপা, ঝিনাইদহ।কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঝিনাইদহ-র শিক্ষার্থী ও অতিথিগণের অংশগ্রহণে ধান কর্তন করেন। নবান্ন উৎসব এক সময় গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী শস্যোৎসব ছিল। ঐতিহ্যবাহী শস্যোৎসব ফিরিয়ে আনার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বর্তমান মহাপরিচালক প্রতিটি অঞ্চলে ধান কর্তন উৎসব উৎযাপনের নির্দেশনা দিয়েছেন। উক্ত অনুষ্ঠানে স্থানীয় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও এলাকাবাসী অংশগ্রহণ করেন।

মোঃ রিফাতুল হোসাইন, অধ্যক্ষ, এটিআই, ঝিনাইদহ

বরিশালে আঞ্চলিক কর্মশালায় – কৃষি সচিব

২য় পাতার পর

তাহলে নভেম্বরের মধ্যে জমি ফাঁকা হবে। আর রবি ফসলের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা হবে অর্জিত। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনিস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক (সরেজমিন উইং) চন্ডি দাস কুন্ডু এবং বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. আফতাব উদ্দিন। ব্রির বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহম্মদ আবু সাঈদের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বরিশালের জেলা প্রশাসক এস এম অজিয়র রহমান, ব্রির মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আলমগীর হোসেন, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ গোলাম মো. ইদ্রিস, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ সুলতান আহমেদ, ডিএই বরিশালের উপপরিচালক হরিদাস শিকারী। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের যুগ্ম পরিচালক ড. মুহম্মদ মিজানুর রহমান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. শহিদুল ইসলাম খান, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উপপরিচালক (উপসচিব) মো. সেলিম প্রমুখ।

বিজ্ঞানীদের ধান উৎপাদন লাভজনক করার উপায়

শেষের পাতার পর

কৃষিমন্ত্রী বলেন, ব্রির বিজ্ঞানীদের কল্যাণে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এমনকি চাল উৎপাদনে উদ্বৃত্ত অবস্থানে চলে এসেছে। এখন নতুন চ্যালেঞ্জ সামনে এসেছে, আর সেটি হলো ধান উৎপাদন তথা সার্বিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে কৃষকের জন্য লাভজনক করা।

ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কমলারঞ্জন দাশ এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস প্রফেসর ড. এম এ সাত্তার মণ্ডল, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মো. কবির ইকরামুল হক এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. আবদুল মুঈদ। ব্রির পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) ড. কৃষ্ণ পদ হালদার এতে ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন। কর্মশালায় 'গবেষণা অগ্রগতি ২০১৮-১৯' বিষয়ক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্রির পরিচালক (গবেষণা) ড. তমাল লতা আদিত্য। ব্রি, বারি, বিএআরসি, ডিএই, ইরিসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

পরবর্তী ছয় দিন ধরে চলবে কর্মশালার বিভিন্ন কারিগরী অধিবেশন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিগত এক বছরে ধান গবেষণা ও সম্প্রসারণ কাজের অর্জন ও অগ্রগতির বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়। কর্মশালার কারিগরী অধিবেশনগুলোতে গত এক বছরে ব্রির ১৯টি গবেষণা বিভাগ ও নয়টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের গবেষণা ফলাফল সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সামনে তুলে ধরা হবে। ব্রি এ পর্যন্ত ছয়টি হাইব্রিডসহ মোট ১০০টি উফশী ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে যার মধ্যে বেশ ক'টি প্রতিকূল পরিবেশ সহনশীল এবং উন্নত পুষ্টি গুণ সম্পন্ন। আশা করা যাচ্ছে, এগুলো কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয় হবে এবং সামগ্রিকভাবে ধান উৎপাদন বাড়বে।

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে

শেষের পাতার পর

জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে আমাদের কর্মই আমাদের ভবিষ্যৎ, পুষ্টিকর খাদ্যেই হবে আকাঙ্ক্ষিত ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী-এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে তিনটি ক্যাটাগরিতে প্রায় নয়শত শিক্ষার্থী পোস্টার অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে মনোযোগী হওয়ার জন্য অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকারের লক্ষ্য হলো উন্নত বাংলাদেশ। এ জন্য স্বাস্থ্যবান জাতি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিশু-কিশোরদের পুষ্টি চাহিদার প্রতি এখনই নজর দিতে হবে। কৃষি ক্ষেত্রে সরকারের অর্জন টেকসই করার জন্য সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

সভাপতি খাদ্য অপচয় রোধ করার প্রতি বিশেষ নজর দেয়ার জন্য সবাইকে অনুরোধ করেন। তিনি আশা করেন এ ধরনের আয়োজন শিশুকিশোরদের মধ্যে পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল মুঈদ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব ড. আবদুর রৌফ এবং এফএও এর কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ জনাব রবার্ট ডি সিম্পসন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব আলতাফ হোসেন। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করার পাশাপাশি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

নিরাপদ সবজি ও ফল বিক্রয়ের জন্য বিশেষ বিক্রয়

প্রথম পাতার পর

মাঠ পর্যায়ে আবাদকৃত জাতসমূহের ফলন পার্থক্য কমিয়ে আনতে হবে। বিভিন্ন দপ্তর বিশেষ করে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় নিরাপদ সবজি ও ফল বিক্রয়ের জন্য বিশেষ বিক্রয় কর্নার স্থাপন করতে হবে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। প্রদর্শনী কার্যক্রমের পাশাপাশি ভার্মি কম্পোস্টের বাণিজ্যিক উৎপাদনের দিকে নজর দিতে হবে। দেশী ফল উৎপাদন বাড়ানোর মাধ্যমে বিদেশী ফলের আমদানি নিরুৎসাহিত করার জন্য তিনি উপস্থিত সবার প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল মুঈদের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মোঃ আবদুর রৌফ। মতবিনিময় সভায় চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয়ধীন বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন ।

মুর্তা ফসল কৃষি গবেষণার নতুন সংযোজন

শেষের পাতার পর

রূপকল্প বাস্তবায়নে আমরাও হবো অংশীদার। ২৪ নভেম্বর ঝালকাঠির নলছিটিস্থ কামদেবপুরে মুর্তাচাষিদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এসব কথা বলেন।

স্থানীয় চেয়ারম্যান মো. কবির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) অতিরিক্ত পরিচালক মো. আফতাব উদ্দিন এবং আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহম্মদ সামসুল আলম প্রমুখ।

মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ করে কৃষি উন্নয়নের ভবিষ্যৎ

শেষের পাতার পর

রাজধানীর খামারবাড়ির আ. কা. মু. গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটরিয়ামে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের সেমিনার এবং সয়েল কেয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০১৯, সয়েল অলিম্পিয়াড পুরস্কার প্রদান ও মৃত্তিকা মেলা ২০১৯ এ প্রধান অতিথি কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বক্তব্যে এসব কথা বলেন। কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশে ইনটেনসিভ চাষের কারণে মাটির গুণাগুণ কমে যাচ্ছে। ভূগর্ভস্থ সেচের কারণে পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। চাষের কারণে অর্গানিক উপাদান কমে যাচ্ছে। এসব রোধে বিজ্ঞানীদের আরও গবেষণা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, মাটির উর্বরতা রক্ষার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রযুক্তি বাড়ানো হলেও কৃষকরা তা ব্যবহার করেন না। আবার পাহাড়ে জুম চাষের কারণেও মাটির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে।

আমাদের দেশের মাটির অতিমাত্রায় ব্যবহার, অপব্যবহার ও অন্যায় কাজে ব্যবহার- এই তিন কাজেই ব্যবহার হচ্ছে। ইটভাটায় মাটির অপব্যবহার সম্পর্কে কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমাদের সব কিছুর প্রবৃদ্ধি কম, কিন্তু ইটভাটার প্রবৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি। মানুষ ইট বানাবেই, কিন্তু নতুন প্রযুক্তির খোঁজও করতে হবে। বিকল্প প্রযুক্তি আনার জন্য বিজ্ঞানীদের বেশি বেশি গবেষণা করতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কৃষি সচিব মো. নাসিরুজ্জামান বলেন, মৃত্তিকার ক্ষয়ের কারণে ক্ষতি যেমন হয় তেমন উপকারও আছে। কারণ বাংলাদেশের মতো ব-দ্বীপ তৈরি হয়েছে মাটির ক্ষয়ের কারণেই। সব দিকই বিবেচনায় রাখতে হয়। জুম চাষে পাহাড়ে বায়োডাইভারসিটি হয় আবার মাটির ক্ষয়ও হয়।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক বিধান কুমার ভান্ডার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল মুঈদ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মো. কবির ইকরামুল হক ও এফএও বাংলাদেশে প্রতিনিধি রবার্ট ডি সিম্পসন।

দিবসটি উপলক্ষে ৩ ক্যাটাগরীতে ৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সয়েল কেয়ার এ্যাওয়ার্ড ২০১৯ সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননা পেয়েছেন শিক্ষক হিসেবে মো. সুলতান হোসেন, বিজ্ঞানী হিসেবে ড. মো. নুরুল ইসলাম ভূইয়া এবং কৃষক পর্যায়ে মো. আব্দুল আহাদ শাহীন। এছাড়াও সয়েল অলিম্পিয়াডে বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়।

সম্প্রসারণ বার্তা

৪৩তম বর্ষ ❑ ৭ম সংখ্যা
❑ অগ্রহায়ণ-১৪২৬ বঙ্গাব্দ; নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ করে কৃষি উন্নয়নের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে হবে-মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি অনুষ্ঠানে সয়েল কেয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ সম্মাননা প্রদান করছেন

কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ করে আমাদের কৃষি উন্নয়নের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে হবে। ক্রমবর্ধমান নগরায়ন, শিল্পায়ন, দূষণ, ব্যাপক হারে বনভূমি ধ্বংস এবং অপরিকল্পিত চাষাবাদের ফলেও অনেক অঞ্চলের মাটি নষ্ট হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, মাটির পুষ্টি উপাদানের ঘাটতির ফলে মৃত্তিকা এখন হুমকির মুখে রয়েছে। সেজন্য পানি ও মাটির ব্যবহারও বিজ্ঞানসম্মত হতে হবে। বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে 'আমাদের ভবিষ্যৎ,মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ' প্রতিপাদ্যে ০৫ ডিসেম্বর ২০১৯

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

বিজ্ঞানীদের ধান উৎপাদন লাভজনক করার উপায় উদ্ভাবন করতে হবে-মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

এম এ কাসেম, প্রকাশনা ও জনসংযোগ বিভাগ

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি ধান উৎপাদনকে লাভজনক করার মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবনের জন্য ব্রির বিজ্ঞানীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নত পুষ্টিগুণ সম্পন্ন নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ২৮ নভেম্বর ২০১৯ গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিটের (ব্রি) বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা ২০১৮-১৯ এর উদ্বোধনী সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হলো চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

পোস্টার প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সাথে জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

৮ নভেম্বর ২০১৯ চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ সরকারি কলোনি উচ্চবিদ্যালয় বালক শাখা প্রাঙ্গনে বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে এক পোস্টার অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় ও এফএও এর যৌথ আয়োজনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় ভূমি মন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী এমপি। সভাপতিত্ব করেন

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

মুর্তা ফসল কৃষি গবেষণার নতুন সংযোজন –কৃষি সচিব

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

মুর্তা ফসল কৃষি গবেষণার নতুন সংযোজন। এর উৎপাদনে পুরুষরা এবং পাটি বুননে নারীরা জড়িত। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এ পণ্যটি রফতানিমুখী করতে প্রয়োজন এর গুণগতমান বাড়ানো। আর এ জন্য দরকার দৃষ্টিনন্দন নকশা। বহুবিদ ব্যবহার। প্রত্যেকের ভাগ্য নিজেদেরই পরিবর্তন করতে হবে। কৃষি বিভাগ দেবে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা। তাহলে সমন্বিত কাজের মাধ্যমে সরকারের

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮৪০৪. ফ্যাক্স : ৯১১৬৭৬৮ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd